আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি: প্রধানমন্ত্রী

পূজা শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সবার আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে। আমি বলব, আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি।

রবিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপে ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি জে এল ভৌমিক ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মানুষ সবসময় উদার মনের, তারাও সব সময় অসম্প্রদায় চেতনাকে বিশ্বাস করে। যে কারণে আজকে আমাদের স্লোগান, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সবাই আমরা ঠিকই এভাবে উৎসব পালন করে যাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ’৭৫ পর বাংলাদেশকে অসাম্প্রদায়িক চেতনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অনেক অত্যাচার নির্যাতন হয়েছে। ’৯২, ২০০১ ও তার আগে বার বার আঘাত এসেছে। কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময় আপনাদের পাশে ছিল, পাশে আছি।আমাদের যতটুকু করার আমি করেছি:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে সব ধর্ম-বর্ণের সমান অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘সেখানে ধর্ম নিরপেক্ষ অর্থাৎ সব ধর্মের মানুষ যার যার ধর্ম সে সে পালন করবে সেটা নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু ৭৫-এ জাতির পিতাকে হত্যার পর যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল।’

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা সবসময় বিশ্বাস করি, সবি ধর্ম বর্ণের মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে পূজা শেষ করেন, সেটাই আমরা চাই। আইন-শৃঙ্খলা কর্মী থেকে শুরু করে আমাদের প্রত্যেক নেতারা থাকবে, যাতে কোনো ধরনের ঘটনা না ঘটতে পারে। সেদিকে আমরা সতর্ক থাকবো। আমরা চাই, আপনারা ভালোভাবে পূজা

উদযাপন করেন।

তিনি আরও বলেন, এ মাটির সন্তান সবাই। এই মাটিতে নিজ নিজ অধিকার নিয়ে সবাই বাস করবেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে সবাই একই যুদ্ধ করেছেন, এখানে সবার অধিকার রয়েছে। সে অধিকার যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে আমরা সেই চেষ্টাই করি। আমরা চাইবো, আপনারও বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ করুন।

বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা, এখন ঘরে ঘরে খাবার আছে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ আছে, চিকিৎসা সেবা মানুষের কাছে আমরা দিয়ে দিচ্ছি, সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ছোঁয়া, এটা মানুষের কল্যাণেই আমাদের কাজ। মানুষের কল্যাণ করাটাই আমাদের একমাত্র দায়িত্ব।

দামুড়হুদার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন।

শনিবার দুপুর ১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপ সরেজমিনে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক ড. কিসিঞ্জার চাকমা ও জেলা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন পরিদর্শন করেন। পূজা মণ্ডপ

পরিদর্শনকালে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সনাতন ধর্মাবলম্বী ভক্ত বৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং পূজার নিরাপত্তাসহ সার্বিক খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গা জেলায় এ বছর ১২১টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিটি পূজা মণ্ডপে নিজস্ব সেচ্ছাসেবক ছাড়াও সার্বক্ষণিক পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত রয়েছেন । এছাড়াও সাদা পোশাকে ডিবি, ডিএসবি এবং ট্রাফিক পুলিশ সার্বক্ষণিক মাঠে কাজ করছেন।পূজা মন্ডপ পরিদর্শন কালে আরও উপস্থিত ছিলেন সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ আলমগীর কবীর, পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) অফিসার ইনচার্জ, সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের ইনচার্জ মাহমুদুর রহমান সহ বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারবৃন্দ।

তিন স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টিত কালীগঞ্জের পূজা মন্ডপগুলি

কালীগঞ্জে পূজা মন্ডপের
নিরাপত্তায় থানা পুলিশ

শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বিদের বৃহত্তম ধর্মীয় অনুষ্ঠান সারদীয় দূর্গোৎসব। কালীগঞ্জ উপজেলায় মোট ৫৩টি মন্ডপে সার্বজনীন দূর্গা

পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে কালীগঞ্জের পূজামন্ডপগুলি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তিনস্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা চাদরে ঢেকে ফেলেছে।

সরেজমিনে দেখা যায়, উপজেলার ১টি পৌরসভা ও ৭টি ইউনিয়নে ২৯টি স্থায়ী ও ২৪টি অস্থায়ী মন্ডপে এ বছর সার্বজনীন দূর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ১০টি, গুরুত্বপূর্ণ ১১টি ও সাধারণ ৩২টি পূজা মন্ডপ রয়েছে। পূজা মন্ডপ, পূজারী ও আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ৩৩২ জন আনসার, প্রতিটি বিটে একটি করে মোবাইল টিম ও দুইজন ইন্সপেক্টরের নেতৃত্বে ১টি করে ষ্ট্রাইকিং টিম সার্বক্ষনিক দায়িত্ব পালন করছে।

এ বিষয়ে কালীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কালীবাড়ী মন্দির পরিচালনা কমিটির সভাপতি বাবু নিরঞ্জন চন্দ্র ঘোষ বলেন, ‘দূর্গাপূজা উপলক্ষে আমাদের যাবতীয় কার্যক্রম ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছি। গতকাল শুক্রবার রাত থেকে ষষ্ঠি পূজার মাধ্যমে দূর্গোৎসব আরম্ভ হয়েছে। পূজা উপলক্ষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে।’

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোঃ ফায়েজুর রহমান বলেন, ‘কালীগঞ্জ থানা এলাকার ৫৩টি পূজামন্ডপে উৎসবমুখর পরিবেশে সনাতন ধর্মাবলম্বিরা পূজা অর্চনা করবেন। প্রতিটি মন্ডপই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যেই পূজা মন্ডপ, পূজারী ও আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তাদানে তিনস্তর বিশিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রতিটি পূজা মন্ডপ সিসি টিভি ক্যামেরার আওতায় একটি কন্ট্রোল রুমের মাধ্যমে নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

আলমডাঙ্গার গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় দুর্গাপূজার উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর মাঠপাড়ায় সার্বজনীন কালিমন্দির প্রাঙ্গণে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও সাবেক হারদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে ফিতা কেটে দুর্গাপূজার উদ্বোধন করেন।
এসময় তিনি বলেন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার। ধর্মের অজুহাতে অনেকে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করে। তবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সকল ধর্মকে শ্রদ্ধার সাথে দেখেছেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহাবুদ্দিন, এম সবেদ আলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ঠান্ডু রহমান।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন দুর্গাপূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি প্রকাশ কুমার ব্যাধ, সাধারণ সম্পাদক আতিক কুমার ব্যাধ। এছাড়া ব্যাধ সম্প্রদায়ের নেতৃত্বের প্রধান বিধান কুমার ব্যাধ, অচিন্ত কুমার ব্যাধ, লালু কুমার ব্যাধ, শংকর কুমার ব্যাধ, সাগর, সঞ্জিত, অজয়, লিটন, প্রশান, কাঞ্জন, মিঠুন, সওদাগর, বিক্রম, রুবেল, আশিক, সাজিত, অজিত, রাহুল, মিঠুন, হৃদয়, নিশান প্রমূখ।

পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিবের বিরুদ্ধে মানববন্ধন

প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন

সাহার বাটি দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি গণেশ দাস, মটমুড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুনীল চন্দ্র হালদার, কেন্দ্রীয় রাম মন্দিরের সভাপতি ধীরেন দাস, রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দিরের সভাপতি সুশান্ত চন্দ্র গোসাই প্রমুখ।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন আহবায়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং গাংনী উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘ মন্দিরগুলোতে জেলা প্রশাসকের অফিস থেকে সরাসরি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এরপর দলিত শ্রেণীর আবেদনের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট ২০ টি মন্দিরে জেলা প্রশাসকের দেওয়া অনুদান তালিকা অনুযায়ী মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই উত্তোলন করেছেন।’

অশোক চন্দ্র বিশ্বাস আরো বলেন, ‘সুশান্ত কুমার পাত্র ও ধীরেন দাস সহ কয়েকজন জোটবদ্ধ হয়ে বিলুপ্ত হওয়া আগের কমিটির নেতাদের ইন্ধনে আমার নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অপপ্রচারকারীরা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের কৃতকর্মের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা না করলে, আমি তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব।’

মেহেরপুরে ৪৩টি পূজা মন্ডপে দুর্গোৎসব

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা শুরু আজ। আজ শুক্রবার ২০ অক্টোবর থেকেই পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা শুরু হতে যাচ্ছে। পূজা মন্ডপের সব কাজ প্রায় শেষ। মন্দিরের সাজসজ্জা, আলোকসজ্জা এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে শেষ মুহুর্তের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। পুরোহিতের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে পূজা শুরু হবে। সকল মন্দিরেই দেবীর রং করার কাজও শেষ হয়েছে।

মেহেরপুর জেলায় শুরু হতে যাচ্ছে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সব চেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা, তাই ঘরে ঘরে দেবী দুর্গার আগমনীর বার্তা।

পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্র্রদায়ের মাঝে সাজ সাজ রব। মন্ডপে

মন্ডপে চলছে প্রতিমা বোধন প্রস্তুতির কাজ। এবার মেহেরপুর জেলায় ৪৩ টি পূঁজামন্ডপে পূজা উৎযাপন করা হবে বলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন এবং জেলা পুঁজা উৎযাপন কমিটির সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৪ টি, গাংনী উপজেলায় ২২ টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ৭ টি পূজা মন্ডপ রয়েছে।
শুক্রবার ষষ্ঠী তিথিতে শুরু হবে এ পূজা এবং মঙ্গলবার দশমী তিথিতে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে অনুষ্ঠান।

মেহেরপুর জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব অশোক চন্দ্র বিশ্বাস জানান, ‘২০ অক্টোবর ষষ্ঠী পূজার মধ্যে দিয়ে পাঁচদিন ব্যপি আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। চলতি বছর জেলায় সর্বজনীনভাবে ৪৩ টি মন্ডপে শারদীয় দুর্গা উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এবারো প্রতিটি মন্দিরে সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসব পালনের জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে।’

মেহেরপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ কামরুল আহসান মেহেরপুর প্রতিদিন কে জানান, মেহেরপুর জেলার ধর্মীয় সম্প্রীতি সারা দেশের জন্য একটি উদাহরণ। এখানে কার্যত কোন ঝুঁকিপূর্ণ পূজা মণ্ডপ নেই। তবে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
মন্ডপ গুলিতে ইউনিফর্ম ও সাদা পোশাকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নিয়োজিত থাকবে। এছাড়াও থাকছে কুইক রেসপন্স টিম।’

চুয়াডাঙ্গা ২ আসন এলাকায় পূজা উদযাপন পরিষদের সাথে এমপি টগরে মতবিনিময়

ধর্ম যার যার উৎসব সবার এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের নির্বাচনী এলাকার পূজা উদযাপন নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় ও

অনুদান প্রদান করলেন চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

গতকাল সোমবার বিকাল ৫ টায় দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যলয়ে এমপি টগরের নিজ উদ্দগ্যে এ অনুষ্টানে তিনি বলেন,সাম্প্রদায়িকতা ধোয়া তুলে যারা দেশে অরাজগতা সৃষ্টি করছে ঐক্য বদ্ধ হয়ে তাদেরকে প্রতিহিত করতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের যোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষ দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করছে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করে যাচ্ছেন নিরলস ভাবে। সারাদেশে উন্নয়নের বিপ্লব ঘটেছে কিন্তু জামাত- বিএনপি এ উন্নয়নের দিশাহারা হয়ে উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে ও বিভ্রান্তিমূলক কথাবার্তা বলে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে। আসন্ন দূর্গা পূজা উপলক্ষে সরকার যেমন সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে তেমনিভাবে বেসরকারিভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে অনেকেই। আসন্ন শারদীয় দৃর্গা উৎসব জাঁকজমক ভাবে শেষ হয় সেজন্য হিন্দু মুসুলমান এক সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করতে হবে। ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে থেকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ দেশ ও জাতির কল্যানে কাজ করতে হবে।

অনুষ্টানটি পরিচালনা করেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধরন সম্পাদক হাজী শহীদুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা চেয়ারম্যান হাফিজুর রহমান, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু,দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ,ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, হযরত আলী, সৌরভ হোসেন খান, কামাল উদ্দিন, নাজিমুদ্দিন,ইয়ামিন, তাহাজ্জত হোসেন, আওয়ামী লীগ নেতা আবু জাফর, নজির আহমেদ, জিয়াউল হক,দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক উত্তম কুমার দেবনাথ,জীবননগর উদযাপন কমিটির আহবায়ক সাংবাদিক নারায়ন ভৌমিক,প্রমুখ।

আলোচনা শেষে ৬০ টি মন্দিরে শাড়ি লুঙ্গি,ও নগদ অর্থ প্রদান করেন এমপি হাজী আলী আজগার টগর।

দামুড়হুদায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে টিকটক: কিশোর আটক

দামুড়হুদায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে টিকটক করার অভিযোগে এক কিশোরকে (১৫) আটক করেছে পুলিশ। গতকাল রবিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়। দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন সোমবার তাকে আদালতে প্রেরন করা হবে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মতিয়ার রহমান বলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বাংলাদেশি ইসলামী বক্তা ড. মিজানুর রহমান আজহারীর ছবি সঙ্গে পুজার নাচের একটি ভিডিও টিকটকে আপলোড করে গ্রামের এক কিশোর। বিষয়টি রবিবার সকালে স্থানীয়দের মাঝে জানাজানি হলে গোবিন্দহুদা গ্রামে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সন্ধ্যার পর গ্রামের লোকজন একত্র হতে থাকেন। খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রোকসানা মিতা, জেলা পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি আলমগীর কবির, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। গ্রামবাসী অভিযুক্তকে বিচারের দাবি জানালে প্রশাসন আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন একপাশে মিজানুর রহমান আজহারির ছবি ও আরেকপাশে পুজার নাচের দৃশ্য দিয়ে নিজের টিকটক আইডিতে আপলোড দেয় কিশোর। এতে এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসী একত্র হতে শুরু করেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে রাতেই ইউএনও, সহকারী পুলিশ সুপার, ওসি ঘটনাস্থলে যায়। অভিযুক্তকে আইনের আওতায় এনে বিচারের আশ্বাদ দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। রাতেই পুলিশ অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তকে আটক করেছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমগীর কবির বলেন, ঐ ছেলে একটি টিকটক ভিডিও ছেরেছে। এটার বিষয়ে এলাকায় একটু সমস্যা হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌছে অভিযুক্ত কিশোরকে আটক

করে রাতেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ডিসি, এসপির সঙ্গে কথা বলেছি। আজ সোমবার তাকে বিগ্গ আদালতে প্রেরন করা হবে।

জীবনগরে দুর্গা পূজা উদযাপনে প্রস্তুতিমুলক সভা অনুষ্ঠিত

জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গা পূজা উদযাপনে প্রস্তুতি মুলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১ টায় উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম ইশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েশা সুলতানা লাকী, জীবননগর থানার ওসি (তদন্ত) আবু সাইদ,উপজেলা সিনিয়র মৎস্য অফিসার দীন ইসলাম।

আরো উপস্থিত ছিলেন হিন্দু বৈধ্য খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি রমেন বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক সাগর কুমার বিশ্বাস, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন কমিটি জীবননগর শাখার আহ্বায়ক নারায়ন ভৌমিক, সদস্য সচীব যাদব কুমার প্রামানিক।

এছাড়াও উপজেলার ২৭টি পূজা মন্ডবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এ বছর উপজেলায় ২৭টি পূর্জা মন্ডবে শারদীয় দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হবে। শান্তিপূর্ন পরিবেশে পূজা উদযাপনে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাসহ সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে দুর্গাপূজার সাজ সজ্জার কাজ শেষ মুহূর্তে

আগামী ২০ অক্টোবর থেকে শুরু হবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা। তাই ঝিনাইদহের পাড়া মহল্লাসহ প্রতিটা গ্রামের মণ্ডপে মণ্ডপে চলছে প্রতিমা তৈরি ও সাজ সজ্জার কাজ। জেলায় এবারে ৪৮৩টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার প্রস্তুতি হিসেবে পূজা উদযাপন পরিষদ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদসহ প্রতিটি পূজা কমিটির সাথে সামাজিক সম্প্রীতির সভা করেছেন। এবার সদরে ১১৯,শৈলকূপায় ১৩৭,হরিণাকুণ্ডুতে ৩৩,কালীগঞ্জে ৯৯,কোটচাঁদপুরে ৪৫ ও মহেশপুর উপজেলায় ৫৪টি মণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।

অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মণ্ডপে মণ্ডপে থাকছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা। প্রতিটা মন্দিরেই প্রতিমা সহ সাজসজ্জার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন কারিগররা। প্রতিমা তৈরিতে চলছে শেষ মুহুর্তের রংতুলির আঁচড়ের কাজ।

এছাড়া আলোকসজ্জা ও প্যাণ্ডেল সাজানোর কাজও চলছে। শহরের কয়েকটি মন্দিরে গিয়ে দেখা যায় শেষ মুহুর্তের কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রতিমা কারিগররা।

২০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকের বাদ্যে মেতে উঠবে হাজারো সনাতন ধর্মাবলম্বীরা। দেবী দূর্গার আগমনে দূর হবে সকল অশুভ শক্তি। তাই ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে এ উৎসবে শামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে জেলা পূজা উদযাপন পরিষদ।
এদিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে প্রতিটি মণ্ডপে থাকবে পুলিশের নজরদারি সহ সিসি ক্যামেরা।

জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস বলেন, প্রতিমা তৈরীর কাজ প্রায় শেষের দিকে। এবারে জেলায় ৪৮৩টি মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে। আশা করছি উৎসবমুখর পরিবেশে আমরা অনুষ্ঠান পালন করতে পারবো।

পুলিশ সুপার মো: আজিম-উল-আহসান জানান, দুর্গাপূজা উদযাপনে

শান্তি শৃংখলা বজায় রাখতে প্রতিটি পূজা মণ্ডপে সিসি ক্যামেরা, মন্দিরভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, পুলিশী টহল জোরদার করা হয়েছে।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বৃহৎ ধর্মীয় এই উৎসবে কোন বিশেষ গোষ্ঠী বা মহল কর্তৃক ধর্মীয় সম্প্রীতিতে আঘাত করলে তা তা কঠোর হস্তে দমন করা হবে। দুর্গাপূজাকে ঘিরে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে কেউ যাতে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে সে বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর অবস্থানে থাকবে।

জেলা প্রশাসক এসএম রফিকুল ইসলাম জানান, সম্প্রীতি, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, উৎসবমুখর, অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সম্পন্ন করা হবে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। সকলের মাঝে ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় থাকুক এটা আমাদের প্রত্যাশা।